অলংকার

প্রথম অধ্যায়

অলংকার সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

বাস্তব জীবনে অলংকার নারীর ভূষণ। পুরুষকে রসনায় তৃপ্ত করতেই যেন নারীর জন্ম। শুধু পুরুষ নয় নিজেকেও সম্পূর্ণ করে তুলতে নারী অলংকারের সাহায্য নেয়। চৌষট্টি কলায় নিজেকে সাজিয়ে পুরুষের কাছে নিবেদন করে। তেমনকি লেখকও তাঁর রচনাকে সাজিয়ে, ভূষণে পরিপাটি করে পাঠকের কাছে নিবেদন করেন। একটি বাক্য বা চরণ একজন লেখক বা কবি যেমন তেমন করেই লিখতে পারতেন কিন্তু সেই রচনার শেষবিন্দু যেহেতু পাঠক দ্বারা নির্মিত হয় তাই কবি তাঁর রচনাকে সাজিয়ে তোলেন, তুলতে বাধ্য হন। আসলে শোনা ও অনুভবের মধ্য দিয়ে রচনার আস্বাদন পাঠকের মননে লিপিবদ্ধ হয়। এজন্য কবিকে বারবার অলংকারের সাহায্য নিতে হয়। অলংকারের নৈপুণ্যে কবিতাকে সাজিয়ে তুলতে হয়। অলংকারের বুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় – অলম+কৃ+ ঘঞ্। এবার বিষয় হল সাহিত্যিক মতে অংলকারের সংজ্ঞা কী হবে। অতি সাধারণ ভাবে –

> *কাব্যদেহের যেসমস্ত উপাদান গুলি কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কাব্যকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম করে তোলে, সৌন্দর্যের বীণায় পাঠকের মনে একটি সৌন্দর্য চেতনার জন্ম দেয়, পাঠককে রসের সাগারে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁকে বলে অলংকার।*

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> ''সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলে অলঙ্কার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হলো সাহিত্যের। অলঙ্কার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। সেই অলঙ্কৃত বাক্যই হচ্ছে, রসাত্মক বাক্য।''

রবীন্দ্রনাথের কাছে অংকার ও রস সমার্থক। একই গোত্রের দুই পিঠ যেন। তর্ক বা বিশ্লেষণ যেন গদ্যের কাজ। কাব্যের কাজ ভাবের স্ফুটন ঘটানো। সেখানে দেশকালের কোন প্রভেদ নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কেননা কবি দিব্য দৃষ্টিতে কাল থেকে মহাকালে বিচারণ করতে ভালোবাসেন। কাব্যভাব যেখানে সার্বাধিক সত্যে পৌঁছায় সেখানেই অলংকারের প্রয়োজন হয়। আবার রবীন্দ্রনাথ অলংকারের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন –

Scanned with CamScanner

''হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজসরঞ্জাম অনেক লাগে। সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলঙ্কারের রূপকের, ছন্দের আভাসের ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। উপমা-তুলনা –রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।''

আসলে কবির লক্ষ তো এক নন্দনকানন সাজিয়ে তোলা। তাঁর মূলধন যেন শব্দ ও অর্থ। এই দুই উপাদান নিয়েই তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ক্রোচের 'Aesthetic ' গ্রন্থে বলা মন্তব্য একবার স্মরণ করে নিতে পারি –

''One can ask onself hou ornament can joined to expression. Externally ? in that always remain separate. Internally ? in that case either it does not assist expression and mars it, or it does form part of it and is not ornament, but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole.''

এখন বিষয় হল কবি কী কী দিয়ে বা কোন কোন বিষয় দিয়ে পাঠককের মন তৃপ্ত করে বা পাঠককে রসের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চিত্রকল্প, বর্ণনা, শব্দ ও অর্থ। যেমন একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

'কাক কালো কোকিল কালো, কালো কন্যার কেশ'।

এই চরণটিতে 'ক' বর্ণটিকে বারবার ব্যবহার করে কবি এমন এক অনুরণন সৃষ্টি করেছেন যা আমাদের কানে এক বিশেষ শব্দমাত্রা এনে দেয়, তখন তা হয়ে ওঠে অলংকার। আবার –

'দুধের মতো মধুর মতো মদের মতো সুরে

গেয়েছিলাম গান।'

এখানে দেখা যাবে কবি 'গান'কে নানা ভাবে গেয়েছেন। বিভিন্ন ভাবে গেয়ে তিনি দর্শকের মন মুগ্ধ করেছেন। কখনও দুধের মতো,কখনও মধুর মতো, কখনও বা মদের মতো । এক গানকেই কবিকে নানাভাবে গীত করতে হয়েছে। বিষয় একটি কিন্তু ধরণ ভিন্ন ভিন্ন। উপমেয় একটি, কিন্তু উপমান অনেকগুলি। তাই এটি হয়ে যায় অর্থালংকারের শ্রেণি।

এবার আমরা অলংকারের বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেব। অলংকারের নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, আমরা মনে রাখার জন্য কিছু বিষয় সাজিয়ে দেব –

১. সৌন্দর্য যেমন নারীর ভূষণ, গহনা যেমন নারীর ভূষণ অলংকার তেমনি কাব্যের ভূষণ।

২. গহনা বা অলংকার নারীকে সৌন্দর্যময়ী করে তোলে। গহনার সৌন্দর্য বহিঃরঙ্গের, তেমনি নারীর অন্তঃরঙ্গের সৌন্দর্যও রয়েছে, যেমন – কন্ঠ। কাব্যের অলংকারের ভূষণও দুই প্রকার – বহিঃরঙ্গ ভূষণ ও অন্তঃরঙ্গ ভূষণ।

Scanned with CamScanner

৩. নারী যেমন নিজেকে সৌন্দর্যময়ী করে তুলে পুরুষকে মুগ্ধ করে, নিজে মুগ্ধ হয় তেমনি অলংকারও কাব্যকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তোলে।

৪. অলংকার মানুষের মনে এক অনুভূতির জন্মদেয়। যাকে আমরা বলে রস। অংলকার পাঠককে রসের সাগরে ভাসিয়ে দেয়।

৫. অলংকার দুই প্রকার – শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

সংস্কৃত অলংকার : ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র অতীব প্রাচীন। আলংকারিক ভরতের আমল থেকেই প্রাচীন ভারতে রসশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রের জন্ম হয়েছিল। আলংকারিক বামন লিখেছিলেন –'কাব্যং গ্রাহ্যম অলঙ্কারাৎ'। তাঁর মতে একটি রচনা তখনই কাব্য হিসাবে গণ্য হবে যখন তার মধ্যে অলংকার থাকবে। আবার বামন এক সময় লিখেছেন –'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কার'। অর্থাৎ সৌন্দর্যই অলংকার। কাব্যভাবনায় যা সৌন্দর্যতর হয়ে ওঠে তাই অলংকার।

অলংকারের শ্রেণিবিভাগ

অলংকারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা – শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দালংকার

শব্দের আশ্রয়ে যে অলংকার তাই শব্দালংকার। এখানে শব্দই প্রধান, শব্দই বিবেচ্য। শব্দের ধ্বনিসাম্যই কবিতাকে বাগময় করে তোলে। অর্থাৎ শব্দের ধ্বনি সাম্যকে সামনে রেখে যে অলংকার গড়ে ওঠে তাই হল শব্দালংকার। এটি কাব্যের বহিঃরঙ্গের দিক। এখানে অর্থ বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন –

ক. *' গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি*

গরজে গগনে গগনে

গরজে

গগনে।'

Scanned with CamScanner

উপরের পংক্তিগুলি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। এই পংক্তিগুলিতে দেখা যাবে 'গ' ধ্বনিটি বারবার ব্যবহৃত হয়ে একটা ধ্বনি সাম্যের সৃষ্টি করেছে। মেঘ গগনে দাপিয়ে চলেছে। সেই ভয়ংকর প্রলয়বীণাকে কবি আপাত রঙিন করে শব্দের ধ্বনিময় বিন্যাসে সুন্দর করে তুলেছেন। যা আমাদের কানে সৌন্দর্যের এক সুরেলা মেঘ বয়ে আনে। পাঠক শব্দরঞ্জনে এক অলীক জগতে ভেসে যান। আর তা হয়ে ওঠে শব্দালংকারের দৃষ্টান্ত।

খ. '*চল চপলার চকিত চমকে করেছে চরণ বিচরণ।*'

এখানে 'চ' ধ্বনিটি বারবার ব্যবহৃত হয়ে হয়ে একটি ধ্বনি সাম্যের সৃষ্টি করেছে। 'চ' ধ্বনির ঘাড়ে পা রেখে যেন আমরা ভেসে যাই। আর তা হয়ে ওঠে শব্দালংকার।

গ. '*কাক কালো কোকিল কালো, কালো কন্যার কেশ।*'

এখানেও 'ক' ধ্বনিটি বারবার ব্যবহৃত হয়ে এক ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করে। সব যেন কালোময় হয় যায়। এক অন্ধকার বীণা বেজে ওঠে। পাঠককে কবি যেন এক কালোময় দেশে নিয়ে যান। যেখানে সব কালো। তা সম্ভব হয় 'ক' ধ্বনির বারবার ব্যবহারের ফলে, আর তা হয়ে ওঠে শব্দালংকার।

বৈশিষ্ট্য : শব্দালংকারের বৈশিষ্ট্য গুলি হল –

১. শব্দালংকার দাঁড়িয়ে থাকে শব্দের সাজসজ্জার ওপর। এখানে অর্থ খোঁজার কোনো প্রয়োজন হয় না।

২. এ অলংকারের যেহেতু শব্দই মূল লক্ষ তাই এটি কাব্যের বহিরঙ্গ সাজসজ্জা, তা কখনই অন্তরঙ্গ সাজসজ্জা নয়।

৩. শব্দালংকারের মূলধন হল ধ্বনি। ধ্বনির বাগময় বিন্যাসের ওপরই এ অলংকারের যাবতীয় চাবিকাঠি।

৪. শব্দালংকার মূলত কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গদ্যে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে, তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

৫. এ অলংকারে কখনোই ধ্বনির বদল হবে না। কেননা ধ্বনির বদল হলে তা কখনই শব্দালংকার বলে পরিগণিত হতে পারে না।

শব্দালংকারের শ্রেণিবিভাগ

শব্দালংকারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ও পুনরুক্তবদাভাস। এই অলংকার গুলির আবার নানা ভাগ রয়েছে। সেগুলি আমরা একটি ছকের সাহায্যে তুলে ধরব।

Scanned with CamScanner

অলংকার	শ্রেণিবিভাগ
অনুপ্রাস	অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ও লাটানুপ্রাস
যমক	আদ্য যমক, মধ্য যমক, অন্ত্য যমক, সর্ব যমক
শ্লেষ	অভঙ্গ শ্লেষ, সভঙ্গ শ্লেষ
বক্রোক্তি	শ্লেষবক্রোক্তি, কাকুবক্রোক্তি
পুনরুক্তবদাভাস	X

অনুপ্রাস : শব্দালংকারের অন্যতম শ্রেণি এটি। একটি বর্ণ বা একগুচ্ছ বর্ণ পাশপাশি বা বিচ্ছিন্নভাবে বারবার ব্যবহারের ফলে যে ধ্বনিসাম্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাঁকে বলে অনুপ্রাস। যথা –

ক. চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

এখানে 'চ' ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে ছয় বার। শুধু তাই নয় 'ল' ধ্বনি দুইবার, 'ক' ধ্বনি তিনবার, 'র' ধ্বনি চারবার, এমনকি 'চরণ' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই একাধিক ধ্বনি (চ, ক, র) বারবার ব্যবহারের ফলে তা সার্থক অনুপ্রাস অংলকার হয়ে ওঠে।

খ. *কাক কালো কোকিল কালো, কালো কন্যার কেশ।*

এখানে 'ক' ধ্বনি আট বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'ল' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে চার বার। 'ক', 'ল' ধ্বনির বারবার ব্যবহারের ফলে এটি সার্থক অনুপ্রাস অলংকারের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

গ. *ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে।*

এখানে 'ঐ' ধ্বনিটি দুইবার, 'র' ধ্বনিটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটি হয়ে ওঠে অনুপ্রাস অলংকার।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দাওয়া যাক –

ক. কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভী

খ. মদন –নিধন, করণ কারণ চরণ শরণ দেব।

গ. কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

ঘ.না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত।

Scanned with CamScanner

ঙ. সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।

অনুপ্রাসের শ্রেণিবিভাগ : অনুপ্রাস অলংকারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যানুপ্রাস ও লাটানুপ্রাস।

ক. **অন্ত্যানুপ্রাস :** অন্ত অর্থ হল শেষ। অর্থাৎ চরণের শেষ। কবিতার একটি চরণের শেষ শব্দধ্বনির সঙ্গে পরবর্তী চরণের শেষ শব্দধ্বনির যে মিল বা সাম্য তাঁকে বলে অনুপ্রাস। তবে এই মিল চরণের শেষ এর সঙ্গে পদান্তিক, পর্বান্তিকও হতে পারে। এই অনুপ্রাস তবে কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন –

ক. শুনলো রাজার ঝি

তোরে কহিতে আসিয়াছি

এখানে প্রথম চরণের অন্তিম ধ্বনি 'ঝি' এর সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের অন্তিম ধ্বনি 'ছি' এর একটা সাম্য লক্ষ করা যায়। তাই এটি অন্ত্যানুপ্রাস।

খ. শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা।

বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।।

এখানে প্রথম চরণের অন্তিম ধ্বনি 'বা' এর সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের অন্তিম ধ্বনি 'না' এর একটা সাম্য লক্ষ করা যায়। তাই এটি অন্ত্যানুপ্রাস।

গ. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বাণ।

শিবঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।।

এখানে প্রথম চরণের অন্তিম শব্দ 'বাণ' এর 'ণ' ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের অন্তিম শব্দ 'দান' এর 'ন' ধ্বনির একটা সাম্য লক্ষ করা যায়। তাই এটি অন্ত্যানুপ্রাস।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দাওয়া যাক –

ক. এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,

সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।

খ. ধরা নাহি দিলে ধরিব দুপায়

কি করিতে হবে বলো সে উপায়।

গ. মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

Scanned with CamScanner

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

ঘ. তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল।

তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল।।

খ. বৃত্ত্যনুপ্রাস : এ অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে একটি বৃত্ত বা গোলের কথা। একটি বা একাধিক শব্দ যেন গোলের মধ্যে বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে। একটি ব্যঞ্জনধ্বনি বা একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যদি দুইবার বা তার বেশিবার ব্যবহৃত হয়ে যে ধ্বনিসাম্যের সৃষ্টি করে তা বৃত্ত্যনুপ্রাস। তবে এখানে ব্যঞ্জন ধ্বনি সংযুক্ত হতে পারে আবার বিযুক্তও হতে পারে। বৃত্তানুপ্রাস আসলে গুচ্ছানুপ্রাস। এক বা একাধিক ধ্বনি গুচ্ছের আকারে ফিরে আসে বারবার। যথা –

ক. *চল চপলার চকিত চমকে করেছে চরণ বিচরণ।*

এখানে 'চ' ধ্বনিটি বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে। যেন একটি বৃত্তের মতো বারবার ঘুরে চলেছে। তাই এটি বৃত্ত্যনুপ্রাস।

খ. *কাক কালো কোকিল কালো , কালো কন্যার কেশ।*

এখানে 'ক' বর্ণটি বারবার ঘুরে এসে এক ধ্বনি সাম্যের সৃষ্টি করেছে। তাই এটি বৃত্ত্যনুপ্রাস।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

ক.বাতাসে যদি বেতসীর নব হতাশে মরে হুতাশ মন।

খ. সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস / শাখা দুলাইয়া গাছে।

গ.বিদায় বিষাদ শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

ঘ. না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত।

ঙ. গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।

গ. ছেকানুপ্রাস : ছেক =দুই। মনে রাখার সুবিধার্তে । এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনধ্বনিটি দুইবার ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ যে অনুপ্রাস অলংকারে দুই বা ততাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে দুইবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তাঁকে বলে ছেকানুপ্রাস অলংকার। ছেক শব্দের অর্থ পণ্ডিত বা বিদগ্ধ। মূলত পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই অলংকার ব্যবহার করে বলে এমন নাম। যথা –

ক. লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।

Scanned with CamScanner

এখানে 'ঙ্ক' যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে 'লঙ্কার' ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ত 'পঙ্কজ' এর ক্ষেত্রে। তাই এটি ছেকানুপ্রাস।

খ. আমি কবি তাই কর্মের আর ঘর্মের।

এখানে 'অর্মের' ধ্বনির পরপর দুইবার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রথমে 'কর্মের' ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ত 'ঘর্মের' ক্ষেত্রে। তাই এটি ছেকানুপ্রাস।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

ক. 'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর।'

খ. 'করিয়াছ পান চুম্বন ভরা সরস বিম্বাধারে।'

গ. 'মৌ লোভী যত মৌলবী আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে।'

ঘ. 'এমন সময় ঈশান তোমার বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।'

ঙ.' করুণা কিরণে বিকচ নয়ান।'

চ. 'এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা।'

ছ. 'জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে।'

জ. 'চলাইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।'

ঘ. শ্রুত্যানুপ্রাস : এখানে শোনাই প্রধান। এখানে উচ্চারিত ধ্বনিগুলি হল বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে নির্গত। শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনিসাম্যই হল শ্রুত্যানুপ্রাস। বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে নির্গত বা উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির যে শ্রুতিমধুর উচ্চারণগত মিল বা সাদৃশ্য তাই শ্রুত্যানুপ্রাস। এক্ষেত্রে বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিকে মনে রেখা জরুরি। যেমন –

ক বর্গ : ক , খ, গ, ঘ, ঙ।

চ বর্গ : চ, ছ, জ,ঝ, ঞ।

ট বর্গ : ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

ত বর্গ : ত, থ, দ, ধ, ন।

প বর্গ : প, ফ, ব, ভ, ম।

দৃষ্টান্ত : *চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী।*

Scanned with CamScanner

এখানে 'চ', 'ছ' 'জ' ধ্বনিগুলি বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত। এগুলি তালব্য বর্ণের অন্তর্গত। বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হওয়ায় এগুলি শ্রুত্যনুপ্রাস।

পরপারে দেখি আঁকা / তরুছায়া মসী মাখা।

এখানে 'ক' ও 'খ' ধ্বনিগুলি বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত। এগুলি কন্ঠ্য বর্ণের অন্তর্গত। বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হওয়ায় এগুলি শ্রুত্যনুপ্রাস।

আরও দৃষ্টান্ত –

ক.কালো চোখে আলো নাচে / আমার যেমন আছে।

খ. শ্রাবণ গগনে ঘোর ঘন ঘটা।

গ. স্থির জলে নাহি সাড়া / পাতাগুলি গতিহারা।

ঘ. খর বায়ু বয় বেগে চারিদিকে ছায় মেঘে।

ঙ. চিরদিন বাজে অন্তর মাঝে আয়রে বৎস আয়।

ঙ. লাটানুপ্রাস : এখানে একই শব্দযুক্ত শব্দ বা শব্দ সমষ্টির প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে একই শব্দ থাকলেও ভিন্ন অর্থ নয় একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। একই শব্দ যদি দুইবার বা বেশিবার ব্যবহৃত হয় কিন্তু একই অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তাঁকে বলে লাটানুপ্রাস। যথা –

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী মা আমার কত দুখেতে আছে ।

এখানে 'যাও', 'যাও' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু একই ক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটি লাটানুপ্রাস।

কালো তা সে যতই কালো হোক

এখানে 'কালো' 'কালো' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু একই ক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটি লাটানুপ্রাস।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

ক. গাছে গাছে ফুল, ফুল ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।

খ. সারা দিনভর পদে পদে ব্যর্থতা।

যমক : শব্দালংকারের অন্তর্গত দ্বিতীয় আলংকার যমক। এক্ষেত্রে যমক অলংকারকে মনে রাখার জন্য আমরা যমজ বলতে পারি। যমজ অর্থ হল দুই। যমজ সন্তান সাধারণত দেখতে একই। কিন্তু কিছু

Scanned with CamScanner